গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বর্তমান কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পরিস্থিতি পর্যালোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ ডা. দীপু মনি, এম.পি, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
তারিখ ঃ ০৫.০৯.২০২১, রবিবার
সময় ঃ বেলা ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান ঃ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা-পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেওয়ার বিষয়ে দু'টি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। উভয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে তারা ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এজন্য SOP (Standard Operating Proceduire) -ও প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টিও SOP-তে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ উল্লিখিত উপস্থাপনার সঙ্গে একমত প্রকাশ করে জানায় যে তাদের পক্ষ থেকেও একই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত উপস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; প্রতিনিধি স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ ও আইজি, বাংলাদেশ পুলিশ; মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও জননিরাপত্তা বিভাগ; মাননীয় উপ-মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় বক্তব্য রাখেন। এসব বক্তব্যে নিম্নোক্ত মতামত উপস্থাপন করা হয়:

০১. করোনাভাইরাসের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য কঠোর হতে হবে;
০২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পরিকল্পনা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে;
০৩. শিক্ষার্থীদের সশরীরে পাঠদানের পাশাপাশি অনলাইনেও পাঠদান রাখা যায় কি না সেই বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;
০৪. শিক্ষক-কর্মচারীসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনতে হবে;
০৫. অ্যাসেম্বলি বন্ধ থাকবে;
০৬. ফাইজারের টিকা ১২ বছরের ঊর্ধ্বের শিক্ষার্থীদের প্রদান করতে হবে;
০৭. শহর ও গ্রামঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সে অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট করতে হবে;
০৮. শিক্ষকসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের টিকা দিতে হবে। সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার স্কুল কর্তপক্ষ সরবরাহ করবে। টয়লেট পরিস্কার রাখতে হবে। দূরত্ব বজায় রেখে আসন ব্যবস্থা করতে হবে;
০৯. শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রয়োজনে ১৫ দিন বা ১ মাস অন্তর কোভিড টেষ্ট করাতে হবে। শিক্ষার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা চেক করতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকতে হবে। পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
১০. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে;
১১. কয়েকটি জেলায় বন্যার আভাস পাওয় যাচ্ছে। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রেও শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
১২. শরীরচর্চার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীকি ও মানসিক ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব;
১৩. একটি ক্লাসের পাঠদান সপ্তাহে একদিনের বেশি বাড়িয়ে দুই দিন করা যায় কি না সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে;
১৪. কওমী মাদ্রাসাসমূহও একই সাথে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু করবে;
১৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন আন্তঃবিদ্যালয় টুর্নামেন্ট চালু করার ক্ষেত্রে করোনা-পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে;
১৬. যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে কাজ করছে সেগুলোকে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে হবে;
১৭. এ বছরের এবং আগামী বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের এবং প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস নিতে হবে। বাকি শ্রেণিগুলোর শিক্ষার্থীদের ক্লাস সপ্তাহে একদিন করে নিতে হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পরে তা পর্যায়ক্রমে বাড়াতে হবে। এছাড়া, এ বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্লাস কিছুদিন পরেই শেষ হয়ে গেলে নবম ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস করতে হবে;
১৮. কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা যেতে পারে;
১৯. প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সশরীরে ক্লাস আপাতত বন্ধ রাখতে হবে;
২০. কোভিড-১৯ সংক্রমনের পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান বন্ধ করতে হবে; এবং
২১. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খোলার বিষয়ে সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

০১. আগামী ১২ সেপ্টম্বর ২০২১ তারিখ থেকে সব পর্যায়ের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসসমূহে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান শুরু হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক তদারকি করবে;

০২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে;

০৩. এ বছরের এবং আগামী বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের এবং প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে। বাকি শ্রেণিগুলোর শিক্ষার্থীদের ক্লাস সপ্তাহে একদিন করে হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পরে তা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে;

০৪. এ বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্লাস কিছুদিন পরেই শেষ হয়ে গেলে নবম ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে;

০৫. পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি এবং অষ্টম শ্রেণির জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার প্রস্তুতি থাকবে। পরিস্থিতি অনুকুল হলে পরীক্ষা নেয়া হবে;

০৬. প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সশরীর ক্লাস আপাতত বন্ধ থাকবে;

০৭. যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে হবে;

০৮. বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

০৯. কোন স্থানে করোনা সংক্রমনের অবনতি/বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন/শিক্ষা বিভাগকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে;

১০. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ খোলার বিষয়ে সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

১১. ১২ বছরের উর্দ্ধে শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদানের বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(ডা. দীপু মনি, এম.পি)
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-শেকৃবি/শিক্ষা ও বৃত্তি/প্রচার/১০৫৪

তারিখঃ ২৮-০৯-২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। ডীন, কৃষি/এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট/এনিম্যাল সাইন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন/ ফিশারিজ, একোয়াকালচার এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ/পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, শেকৃবি, ঢাকা।
২। বিভাগীয় চেয়ারম্যান (সকল) ....., শেকৃবি, ঢাকা।
৩। পরিচালক (আইসিসি), শেকৃবি (বিজ্ঞপ্তিটি শেকৃবি'র ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
৪। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ দপ্তর, শেকৃবি (বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের অনুরোধসহ)।
৫। পি.এস.টু ভিসি(ভিসি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), শেকৃবি, ঢাকা।
৬। পি.এ.টু ট্রেজারার/রেজিস্ট্রার(ট্রেজারার/রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), শেকৃবি, ঢাকা।
৭। সকল নোটিশ বোর্ড, শেকৃবি, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

28.09.21
(আলম তাজ বেগম)
এডিশনাল রেজিস্ট্রার (শিক্ষা ও বৃত্তি)
শেকৃবি, ঢাকা-১২০৭।